দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০

টেস্টে পাস না করলেও দেয়া যাবে পাবলিক পরীক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

■ নিজামুল হক

নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেও ক্লাসে ৭০ শতাংশ উপস্থিত রয়েছে এমন শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় (জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও সমমান) অংশ নিতে পারবে। এ আদেশ না মানলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া পরীক্ষার ফল ভাল হলে পুরস্কার ও খারাপ হলে তিরস্কৃত হবেন শিক্ষকরা। এ বিষয়ে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্রও জারি করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, কোনো কোনো বিদ্যালয় শতভাগ পাস কিংবা ভাল ফলাফল দেখানোর জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার অজুহাতে পরীক্ষার্থী ছাঁটাই করে। অন্যদিকে অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও বিভিন্ন অযাচিত ঘটনার জন্য কিছু শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা সরকারের কাম্য নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তে খুশি অভিভাবকরা। তবে অখুশি হয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরা বলছেন, শিক্ষার্থীরা নির্বাচনী পরীক্ষার চেয়ে পাবলিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর পায়। নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করানোর নামে কোচিং বাণিজ্য। দুয়েকটি বিষয়ে পাস না করলেই পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে এক বছর পিছিয়ে দেয়া হয়।

মিরপুরের এক অভিভাবক জানান, তার সন্তান মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই তাকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। অসুস্থ থাকার জন্যই সে দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। কোন অনুরোধ মানতে রাজি হয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগে অবশেষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। এসএসসির ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে, আমার মেয়ে জিপিএ-৫ অর্জন করে। অভিভাবকের বক্তব্য, এভাবে নির্বাচনী পরীক্ষায় কোন কারণে দুয়েকটি বিষয়ে অকৃতকার্য হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য এমন শিক্ষার্থীকে টাকার বিনিময়ে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়।

ধানমন্ডির এক অভিভাবক বলেন, পাবলিক পরীক্ষার আগে নির্বাচনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের আরো চিন্তায় ফেলে। নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস-ফেল পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের [illegible] যোগ্যতা হতে পারে না। পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

টেস্টে পাস না করলেও

২০ পৃষ্ঠার পর

তবে রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, শিক্ষার্থীর মান যাচাইয়ে পরীক্ষার কোন বিকল্প নেই। সরকারের এই সিদ্ধান্তে দুর্নীতি বেড়ে যাবে। স্থানীয় চেয়ারম্যানদের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। চেয়ারম্যান স্কুল প্রধানকে বলে দেবেন, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়িয়ে দিতে। স্কুলে ৭০ ভাগ উপস্থিত না হয়েও উপস্থিতি পাওয়া যাবে। শিক্ষার মান নেমে আসবে। স্কুলে উপস্থিতি মান যাচাইয়ের কোন বিষয় হতে পারে না। রাজধানীর কয়েকটি স্কুলের নাম উল্লেখ করে এই অধ্যক্ষ বলেন, এই সিদ্ধান্তে এই শ্রেণির স্কুল কলেজ লাভবান হবে।

গতকালের পরিপত্রে আরো বলা হয়, শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার আগে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচনী পরীক্ষা আয়োজন করে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া অনুত্তীর্ণ কিন্তু ৭০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত ছিল এমন শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সব বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা প্রধানকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

পরিপত্রে বলা হয়, 'পরীক্ষার্থীরা প্রাক নির্বাচনী কোনো পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করলে তা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে সতর্ক করতে হবে। দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে, সাহায্য করতে হবে।'

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসা) প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি অন্তত প্রতিটি পাবলিক [illegible] ফলের এক মাসের মধ্যে [illegible] প্রতিটি শিক্ষকের [illegible]